154397 - শাবান মাসরে প্রতি বৃহস্পতবিারে দুই রাকাত নামায পড়া সংক্রান্ত হাদসি মাওযু (বানোয়াট)

প্রশ্ন

ইমইেলে আমার কাছে একটি মইেল এসছে। সটেি নম্নিরূপ: মহান শাবান মাসরে প্রতি বৃহস্পতবিার দুই রাকাত নামায পড়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি সইে দনি দুই রাকাত নামায পড়বে, প্রত্যকে রাকাতে ফাতহিাতুল কতিাব (সূরা ফাতহিা) ও 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) একশতবার পড়বে, সালাম ফরিানোর পর একশবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর দুরুদ পড়বে আল্লাহ্ তার দ্বীন ও দুনয়িার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দবিনে"। আমি এ হাদসিটরি সত্যতা জানতে চাই। এ দুই রাকাত নামায পড়ার পদ্ধতি জানতে চাই। উল্লখ্যে, সখোনে বলা আছে যে, 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' একশবার পড়তে হবে। এটা কি নামাযরে রাকাতদ্বয়রে ভতেরে পড়া হবে; নাকি নামাযরে শষেে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

হাদসিরে গ্রন্থসমূহে এ হাদসিটরি কোন ভত্তিি নইে। মনে হচ্ছে-- এটি শাবান মাসে নামায পড়ার ফযলিত সংক্রান্ত বানোয়াট হাদসি। শাবান মাসরে ফযলিত, এ মাসে নামায পড়ার ফযলিত ও ১৫ই শাবানরে ফযলিত সংক্রান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নামে অনকে মথি্যা হাদসি রচনা করা হয়ছে। আল্লামা ইবনে হাজার আল-হাইতামি (রহঃ) বলনে: "এ রাতরে ফযলিতরে ব্যাপারে প্রসদ্ধি যে হাদসিগুলো বর্ণনা করা হয় (অর্থাৎ রজব মাসরে প্রথম জুমার রাত ও ১৫ই শাবানরে রাত) সবগুলো বাতলি ও মথি্যা, এগুলোর কোন ভত্তিি নইে। এমনকি সগেুলো বড় বড় আলমেদরে গ্রন্থে থাকলওে; যমেন- ইমাম গাজালরি 'ইহইয়াউ উলুমদ্দিনি'-এ।['আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহয়িযা আল-কুবরা' (১/১৮৪) থকেে সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে সপ্তাহরে বভিন্নি দনিে নামায পড়ার ফযলিতরে ব্যাপারওে কছিু হাদসি জাল করা হয়ছে।

ইমাম শাওকানী বলনে: "সপ্তাহরে রববিার, সোমবার ও অন্যান্য বারে নামায পড়া সংক্রান্ত যে হাদসিগুলো উল্লখে করা হয় হাদসি বশিারদ আলমেদরে মাঝে কোন মতভদে নাই যে, এগুলো বানোয়াট হাদসি এবং ইসলামরে আলমেদরে মধ্যে কউে এই ধরণরে নামাযকে মুস্তাহাব বলনেনি।"[আল-ফাওয়ায়দে আল-মাওযুআ (১/৭৪) থকেে সমাপ্ত]

সুতরাং এ মথি্যা ও বানোয়াট হাদসিরে ওপর আমল করা জায়যে হবে না। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রকৃত অনুসারী হতে চায় তার জন্য সাব্যস্ত সহহি হাদসিগুলোই যথষ্টে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।